মঞ্জুদির জন্য শুভ কামনা

-জাহেদ আহমদ

একঃ

একজন মানুষ চলার পথে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসে। সবাইকে সে সবসময় মনে রাখে না কিংবা রাখতে পারে না; আবার চাইলে ও অনেককে ভুলা যায় না। অনেক সময় কারো কারো সান্নিধ্য, স্মৃতি, স্নেহ-ভালবাসা-আচার-ব্যবহার নিজেদের অজান্তেই মনে এতটা প্রভাব ফেলে যে সেটা কেবলমাত্র বিশেষক্ষণ ব্যাতিরেকে অনুভব করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, অনেক সময় সারা জীবনে ও না। অনেকের মত আমার ও চেনাজানা মানুষের একটা সার্কেল আছে। তাঁদের মধ্যে কাউকে কেবল নাম বা চেহারায় চিনি, কার ও কার ও সাথে মাঝারি ধরণের সম্পর্ক, আবার অল্প কয়েকজনের সাথে রয়েছে বেশ ঘনিষ্টতা। তাঁদের অনেকেই খ্যাতি, বিত্ত, শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠিত, অন্তত আমার নিজের চাইতে। এঁদের কারো কারো সাথে আমার পরিচয় বহুদিনের, কারো সাথে অল্পদিনের পরিচয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছি। আবার এককালে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলাম, এমন অনেকেরই সাথে কালক্রমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কেউ যদি আমাকে বলেন, সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত আমার জীবনে দেখা দশজন ভাল মনের মানুষের একটা তালিকা তৈরী করতে, তাহলে আমি কাদেরকে স্থান দিব বা দিতে পারি। মাঝে মাঝে এই প্রশ্নটা আমার মনে আসে। সহজে উত্তর খুঁজে পাই না। সংশয়ে পড়ে যাই। আত্মীয়তার সূত্র, বন্ধু-প্রীতি, ব্যাক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি দিকগুলো তখন ব্যাপারটিকে বেশ জটিল করে তোলে। আমার কয়েকজন আত্মীয়ের লিস্ট দিতে হলে কথা ছিল না, কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নাম বলতে অবশ্যই সমস্যা থাকার কথা নয়-এমন কি এটা স্বীকার করতে ও অসুবিধা নেই যে, কখন কোন লোকের সাথে আমার ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়েছে। কিন্তু ভাল মনের মানুষের ব্যাপারটি বেশ আলাদা। ব্যাপারটা নিয়ে তাই ভাবনায় পড়ে যাই। কখনো একটা, কখনো বা অনেক চিন্তার পর দু-চারটা নাম খুঁজে পাই; তারপর ও মনে সন্দেহের রেখা উঁকি মারতে থাকে। আমি নিজে ও কতটা ভাল মনের মানুষ সে ব্যাপারে ও পুরোপুরি সংশয়মুক্ত নই। আফটার অল, নিজেকে নিজে ফাঁকি দেয়া মোটে ও সহজ কোন কাজ নয়। 'ভাল মনের মানুষ' বলতে আসলে আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি সেটা না বললে ব্যাপারটা বোধ করি একটা হেঁয়ালির মত দেখায়। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মতে, তিনি তত ভাল মনের মানুষ যিনি আরেকজন মানুষকে বিচার করার আগে সর্বপ্রথম বিবেচনায় আনেন লোকটি মানুষ হিসেবে কেমন। ভাল মনের মানুষ যিনি তিনি খুব ভাল করে জানেন ও বুঝেন যে, নিয়মিত নামাজ-উপাসনা-প্রার্থনা করলেই কেউ ভাল মানুষ হয়ে ওঠে না। তাই বলে কেবল ধর্মে বিশ্বাস করার কারণে তিনি কাউকে অহেতুক ছোট করে দেখেন না। ভাল মনের মানুষের কাছে উপযুক্ত মর্যাদা এবং সমাদর পাওয়ার জন্য কারো গায়ের বর্ণ ফর্সা হতে হয় না, অঢেল টাকা-পয়সার মালিক হতে হয় না কিংবা বাড়ি-গাড়ী থাকা লাগে না। ভাল মনের মানুষেরা যা সত্য, সুন্দর ও ন্যায় বলে মনে করেন, তা সকলের সামনে প্রকাশ করতে দিধা করেন না। অর্থাৎ তথাকথিত সামাজিক রীতি-নীতির চাইতে আপণ বিবেকবোধ দ্বারা তাঁরা চালিত হন বেশি। আমার দেখা এরকম একজন ভাল মনের মানুষ সম্প্রতি কঠিন এক অসুখে আক্রান্ত হয়েছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই দুঃসংবাদটি আমি পাই গতকাল (১৯ অক্টোবর,২০০৭) মাত্র। মানুষটির নাম মিসেস মঞ্জু বিশ্বাস। নিউ ইয়র্কের বাংগালীদের কেউ কেউ তাঁকে চিনেন, বেশিরভাগ লোকই সম্ভবত চিনেন না; যদি ও 'কম্যুনিটি লিডার', 'সমাজ-সেবক',

‘বিশিষ্ট রাজনীতিক’ পরিচয়ে ভূষিত এখানকার বহু বাংগালীর চাইতে মঞ্জু বিশ্বাসের যোগ্যতা, শিক্ষা অনেক বেশি বলে আমি জানি। তবু ও নিজেকে জাহির করার মানসিকতা তাঁর মধ্যে দেখিনি। মানুষকে সহজে বিশ্বাস করেন। অহেতুক ভণিতা, তোষামদির স্বভাব নেই। কিন্তু ভাল কাজে যে কারো সংগী হতে আপত্তি নেই।

দুইঃ

বছর তিনেক আগে ম্যানহাটানের রকফেলার প্লাজাতে সাউথ এশিয়ান হিউম্যানিস্ট গ্রুপের মিটিং-এ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নিউ ইয়র্কের কবি বন্ধু হাসানআল আবদুল্লাহের কাছে সমমনা কয়েকজন বাংগালীর তালিকা ও ফোন নাম্বার চেয়েছিলাম। সেই সুবাদে মঞ্জু বিশ্বাসের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন থেকে তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতা। প্রথম পরিচয় এবং আলাপচারিতায়ই তাঁকে সত্যিকার অর্থে একজন উদার চেতনার মানুষ বলে আমার মনে হয়েছে। তখন থেকে তাঁকে মঞ্জুদি বলে ডাকি। বহুবার বহু ক্ষেত্রে মঞ্জুদি আমার উপকার করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যদি ও তাঁকে নিয়ে লেখার সেটাই একমাত্র কারণ নয়। “মুক্তমনা”-র ব্যাপারে ও তাঁর খুব আগ্রহ, আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। মঞ্জুদির স্বামী ইকবাল ভাই (পেশায় আর্কিটেক্ট) স্বল্পভাষী তবে প্রচন্ড দেশপ্রেমিক এবং গভীর চিন্তার মানুষ, যদি ও তাঁর সাথে আমার খুব দীর্ঘ আলাপের সুযোগ বেশি ঘটেনি। মঞ্জুদির পেশা ওষুধ বিজ্ঞানে গবেষণা। নামকরা একটি ওষুধ কোম্পানীতে বহু বছর থেকে সিনিয়র সাইয়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। তবে বড় কোম্পানিতে চাকুরীর ব্যাপারটি মঞ্জুদির সবচাইতে বড় পরিচয় নয়। ১৯৭১ সালের দুঃসহ দিনগুলিতে বহু মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি খাবার সরবরাহসহ নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। মঞ্জুদি আপাদমস্তক একজন সেক্যুলার মানুষ। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁদের সেক্যুলারিজমের গন্ডি আড্ডা-গল্প বা লেখালেখির চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত। কাজকর্ম আচার-আচরণে তাঁরা সেক্যুলার নন। আমি এরকম অনেক সিউডোসেক্যুলার লিডারকে ব্যাক্তিগতভাবে চিনি। মঞ্জুদি তাঁদের থেকে আলাদা। সেই দৃষ্টান্ত নিজের জীবনে ও রেখেছেন। হিন্দু ধর্ম এবং আবহে বড় হওয়া সত্ত্বে ও ভালবেসে বিয়ে করেছেন মুসলিম পরিবার থেকে উঠে আসা আরেকজন সেক্যুলার ও উদার মনের মানুষকে, এবং কোন ধরণের ধর্মান্তরিতকরণ ব্যতিত। চম�কার এই দম্পতি একমাত্র সন্তানটিকে ও গড়ে তুলেছেন মানবতাবাদী শিক্ষা এবং দর্শনে। মায়ের মত মেয়েটি ও অনেক গুনের অধিকারী। পড়াশুনা ছাড়া ও সে লেখালেখি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদিতে বেশ পারংগম। দেশে মঞ্জুদি গরীব-দুঃস্থ এবং নানাভাবে নিপীড়িত মেয়েদের বহুদিন থেকে সহায়তা দিয়ে আসছেন। “কথায় নয়, কাজেই হচ্ছে আদর্শের সত্যিকার প্রতিফলন”- মঞ্জুদি মনে প্রাণে এই কথাটি বিশ্বাস করেন। সে জন্য অহেতুক সভা-সমতি, বক্তব্য-বিবৃতি, ফটো-সেশনে তাঁর আগ্রহ নেই। তথাকথিত নির্বাচন, মহাসমাবেশ, দলীয় নেতা-নেত্রীদের সংবর্ধনা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় খাতে নিউ ইয়র্ক সহ অন্যান্য জায়গায় বাংগালীদের অঢেল টাকা-পয়সা অপচয় নিয়ে ব্যাক্তিগত আলাপচারিতায় বহুবার দুঃখ করে আমাকে বলেছেন কিভাবে এই টাকা গুলো দিয়ে দেশে বহু দুঃখী এবং দুঃস্থ মানুষদের পূনর্বাসন করা যেত। এহেন মঞ্জুদির অসুখের সংবাদটি শুনে মনটা সত্যি সত্যি দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। বহুদিন পর ফোন করলাম। “মঞ্জুদি” বলতেই চিরচেনা কন্ঠে বললেন, “কে, জাহেদ?” আমি ‘হ্যাঁ’ বলতেই জিজ্ঞাসা করলেন “তুমি কি শুনেছ?” আমি জানালাম এই মাত্র আমি তাঁর অসুখের খবরটি মিসেস মনোরমা বিশ্বাসের সৌজন্যে শুনেছি। জানালেন চিকি�সার ফলে অসুখের কিছুটা অগ্রগতি হচ্ছে। অনেকক্ষণ আমার ভালমন্দ খোঁজ নিলেন। রাত্রে আবার ও কথা বলাতে বেশ ভরসা

পেলাম। মঞ্জুদির কণ্ঠস্বর আগের মতই ভরাট। দেশ, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন নিয়ে বরাবরের মত অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। কথা বলতে পেরে নিজের মনটা ও আনন্দে ভরে ওঠল। তাঁর প্রতি অন্তরের টান আগে অতটা অনুভব করিনি।

তিনঃ
ভালবাসার নিজস্ব একটা শক্তি রয়েছে। আর মঞ্জুদিকে মন থেকে ভালবাসেন এবং তাঁর জন্য শুভ কামনা করেন, এরকম লোকের সংখ্যা এই পৃথিবীতে একেবারে কম নয়। আমার বিশ্বাস, ভালবাসার এই শক্তি মঞ্জুদিকে শিগগির সুস্থ করে তুলবে। 'বিশ্বাস' নামের এই মানুষটি যেন আমাদের ভালবাসায় বিশ্বাস না হারান।

নিউ ইয়র্ক
অক্টোবর ২০, ২০০৭

লেখকের পরিচয়ঃ 'মুক্তমনা' (www.mukto-mona.com) হিউম্যানিস্ট ফোরামের কোমডারেটর ও সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। ই-মেইলঃ worldcitizen73@yahoo.com